কোস্ট ফাউন্ডেশন, ২৩ অক্টোবর ২০২৪। **সেমিনার** পরিলেখ (খসড়া)

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ (এখানে নামসমুহ প্রস্তাব করা হয়েছে এবং পরবর্তী যোগাযোগের মাধ্যমে সেমিনারে অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে)

১. সেমিনারের শিরোনাম	কপ-২৯ এবং বাংলাদেশের অবস্থান: নাগরিক সমাজের প্রেক্ষিত
২. তারিখ, সময় ও স্থান	তারিখঃ ২৬ অক্টোবর ২০২৪, শনিবার, সকাল ১০.৩০-১২.৩০ মি: স্থানঃ সিড়ডাপ মিলনায়তন (শামছুল হক অডিটরিয়াম), তোপখানা রোড, ঢাকা।
৩. সেমিনারের উদ্দেশ্য	ক. আসন্ন কপ-২৯ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দরিদ্র ও অতি ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির জন্য "জলবায়ু অর্থায়নের নায্যতা" নিশ্চিত করে এমন বিষয়সমুহের উপর আলোচনার অবতারনা। খ. কপ-২৯ সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান এবং সম্ভাব্য সমঝোতার কৌশল কী হতে পারে সে বিষয়ে নাগরিক সমাজের আলোচনা, মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরা।
৪. সেমিনারের পটভূমি	মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত এবং ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ১১ নভেম্বর থেকে ২২ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত আজারবাইজানের বাকুতে কপ-২৯ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতা বলছে, প্রায় প্রতিটি জলবায়ু সম্মেলন উচ্চ আশা নিয়ে শুরু হলেও গভীর হতাশার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। তেল ও গ্যাস থেকে শুরু করে কয়লা কোম্পানির নিয়োগ করা লবিস্ট এবং উন্নত বিশ্বের বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি জলবায়ু সম্মেলনের গতিকে ক্ষুন্ন করে এবং বাংলাদেশের মতো ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এই সম্মেলনে আমাদের প্রত্যাশা, এলডিসি-এমভিসিভুক্ত এবং ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রগুলি জলবায়ু অর্থায়নের নায্যতার প্রেক্ষিতে সম্মিলিতভাবে তাদের স্পষ্ট যুক্তি এবং দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরবে। বিশেষ করে-প্রশমন-অভিযোজনের মধ্যে তীব্র তহবিল ভারসাম্যহীনতা দূর করা, ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতির কার্যকর বাস্তবায়ন, সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর চাহিদা বিবেচনা করে লস অ্যান্ড ড্যামেজ তহবিল বৃদ্ধি এবং তহবিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলির অগ্রাধিকার, অনুদানভিত্তিক, সহজলভ্য ও শর্তহীনতা বিবেচনা করে সুস্পষ্ট আর্থিক কাঠামো প্রণয়ণ এবং ২০২৫-পরবর্তী জলবায়ু অর্থায়নের একটি নিউ-কালেক্টিভ কোয়ান্টিফাইড গোল [NCQG] এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা যা হতে হবে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর ভিত্তি করে এবং ১০০ বিলিয়ন প্রতিশ্রুতির বাইরে যা দরিদ্র এবং দুর্বল দেশগুলির চাহিদাগুলি সর্বোত্তমভাবে পূরণ করবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি উন্নত দেশগুলো প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জলবায়ু অর্থায়নের নামে এলডিসি-এমভিসিভুক্ত দেশগুলোকে ঋণের ফাঁদে ফেলতে চাইছে। ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলো যখন জিসিএফ-এর নির্ধারিত কঠিন মানদন্ডের শর্ত পূরণে ব্যার্থ হচ্ছে, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক অর্থ-লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো জলবায়ু তহবিলকে লাভজনক বিনিয়োগ বা ব্যবসার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করছে। সুতরাং বৈশ্বিক এই আলোচনা ও সমঝোতা প্রক্রিয়াতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দরিদ্র ও অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর জন্য "জলবায়ু ন্যায়বিচারের" স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমুহ নিশ্চিত করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা ও প্রয়েজনীয় ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে এবারের কপ-২৯ সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। তাই আসন্ন সম্মেলনে আমরা নাগরিক সমাজ, উন্নয়ন কর্মী ও সরকারসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের একটি সমন্বিত ভূমিকা এবং যৌক্তিক দাবীসমুহ বৈশ্বিক নেতৃত্বের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটসমূহ নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা এই সেমিনারের আয়োজন করেছি। আশা করছি, আমরা সবাই মিলে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন দেশগগুলোর পক্ষে কিছু সুপারিশ সহ নাগরিক সমাজের মতামতের একটি খসড়া তৈরি করতে পারব যা আসন্ন বাকু সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের শক্তিশালী অবস্থান তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।
৫. আয়োজনকারী সংস্থা	কোস্ট ফাউন্ডেশন, অ্যাওসেড, সিপিআরডি, সিএসআরএল, সিডিপি, বিসিজিএফ, এমজেএফ এবং ইক্যুইটিবিডি
৬. সম্মানিত বিশেষ অতিথি	১. জনাব ড. এস এম মনজুরুল হান্নান খান, নির্বাহী পরিচালক, নেচার কনজারভেশন ম্যানেজমেন্ট [নেকম] ২. জনাব ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ
৭. উর্দ্ধতন সরকারি কর্মকর্তা	১. জনাব মির্জা শওকত আলী, পরিচালক (জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন) ,পরিবেশ অধিদপ্তর
৮. বিশেষজ্ঞ অতিথি	১. জনাব সামসুদ্দোহা, প্রধান নির্বাহী, সিপিআরডি ২. জনাব জিয়াউল হক মুক্তা, সাধারন সম্পাদক, সিএসআরএল ৩. জনাব মোহাম্মদ মামুন মিয়া, নির্বাহী পরিচালক-দ্য আর্থ ৪. জনাব আলমগীর কবির, সাধারন সম্পাদক,বাপা
৯. নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ	১. জনাব রশিদুজ্জামান আহমেদ, পরিচালক, নেচার কনজারভেশন ম্যানেজমেন্ট [নেকম] ২. জনাব রাবেয়া বেগম, কানসাবিডি ৩. জনাব শামীম অরোফীন, নির্বাহী পরিচালক, অ্যাওসেড ৪. জনাব আমিনুর রসুল বাবুল, নির্বাহী পরিচালক, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট ৫. জনাব কাউসার রহমান, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ সাংবাদিক ফোরাম (বিসিজেএফ) ৬. জনাব মোঃ সালাউদ্দিন বাবলু, সাংবাদিক- এসএ টিভি ৭. জনাব মো: মোতাহার হোসেন, সাধারন সম্পাদক পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম ৮. জনাব এ কে এম জসীম উদ্দীন, পরিচালক, এডাব ৯. জনাব সৈয়দ জাহাঙ্গীর হাসান মাসুম, নির্বাহী পরিচালক, সিডিপি

	১০. জনাব সামছুল হক, নির্বাহী পরিচালক, এসডিআই ১১. জনাব এএইচএম বজলুর রহমান, প্রধান নির্বাহী, বিএনএনআরসি ১২. জনাব প্রদীপ কুমার রয়, অন লাইন নলেজ সোসাইটি ১৩. জনাব এইচ এম হাসান আল মামুন, পরিচালক, সমবায় ফেডারেশন ১৪. জনাব এ এস এম আমানুল হাসান তৈমুর, নির্বাহী পরিচালক, প্রকাশ ১৫. জনাব মাহাবুবুর রহমান-পিএইচডি, নির্বাহী পরিচালক, এসডিএস ১৬. জনাব খন্দকার ফারুক আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, টিইউএস ১৭. জনাব আশীষ কুমার দে, সাধারন সম্পাদক, নৌ, সড়ক ও রেলপথ রক্ষা জাতীয় কমিটি ১৮. জনাব নিখিল চন্দ্র ভদ্র, সমন্বয়কারী, সুন্দরবন রক্ষা কমিটি ১৯. জনাব রফিকুল ইসলাম মন্টু, উপকুলীয় সাংবাদিক ২০. জনাব মৃনাল কান্তি ত্রিপুরা, সেক্রেটারি, বিপনেট সিসিডিবি ২১. জনাব হুমায়ুন কবির সুমন, নির্বাহী পরিচালক, গ্রীণ ভয়েস ২২. জনাব শহিদুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, বিআরইডি ২৩. জনাব মাহাবুবুল আলম ফিরোজ, নির্বাহী পরিচালক, শিল্ড ২৪. জনাব জাহিদ রহমান, সমন্বয়কারি, উন্নয়ন সমন্বয় ২৫. জনাব মিজানুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, জেএসকেএস ২৬. জনাব সীমান্ত সিরাজ, নির্বাহী পরিচালক, এইচ ডি ডি ২৭. জনাব মোঃ আহসানুল ওয়াহেদ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (জলবায়ু পরিবর্তন), এম জে এফ ২৮. জনাব শাহরিন মান্নান, গ্লোবাল অ্যাডাপ্টেশন সেন্টার ২৯. জনাব আশীষ বড়ুয়া, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, হেলভেটাস [Helvetas] ৩০. জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন, লিড- প্রোগ্রাম এবং পার্টনারশিপ ডেভেলপমেন্ট-দ্য আর্থ ৩১. জনাব সোহানুর রহমান, নির্বাহী সমন্বয়কারি, ইয়ুথ-নেট, গ্লোবাল ৩২. জনাব মনতাহের আরাফাত, সভাপতি, ইয়ুথ অ্যাকশন ফর ডেভলাপম্যান্ট ৩৩. জনাব রাকিবুল ইসলাম ,সহ-সভাপতি, সুর্যোদয় ইয়ুথ সোসাইটি ৩৪. জনাব আজমির, বিন্দু ইয়ুথ সোসাইটি
১০. সঞ্চালনা	জনাব রেজাউল করিম চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, কোস্ট ফাউন্ডেশন
১১. মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন	জনাব সৈয়দ আমিনুল হক/ মো: হাসান কোস্ট ফাউন্ডেশন
১২. প্রয়োজনীয় যোগাযোগ	জনাব মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইলঃ 01711455591, kamal@coastbd.net এবং এম. এ. হাসান ,মোবাইল- 01708120333 , hasan@coastbd.net